দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

■ প্রশ্নফাঁস চক্র অধরা

শিক্ষাঙ্গন থাকুক কলঙ্কমুক্ত

শিক্ষা খাতে সরকারের সাফল্য নিয়ে যখন ঢেঁকুর তোলা হয়, তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে অশুভ চক্র, ফলে এ খাতের সফলতা অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। অথচ শিক্ষা খাতের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। প্রশ্নপত্র ফাঁস ভয়াবহ রোগে পরিণত হয়েছে। কোনোভাবেই লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। এর মূল কারণ এ চক্রের হোতারা থেকে যাচ্ছে অধরা, যা একটি জাতির জন্য লজ্জাজনক।

সাম্প্রতিককালে প্রশ্নফাঁসের এ ঘটনা মহামারী আকার ধারণ করেছে। কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, নিয়োগ পরীক্ষা এমনকি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ আসছে। সর্বশেষ মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস নিয়ে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করলেও কোনো লাভ হয়নি। এদিকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা শুরুর মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মৌসুম শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় নতুন করে নড়েচড়ে বসছে জালিয়াত চক্রের সদস্যরা। জানা যায়, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রশ্নফাঁসের আলোচিত ঘটনা ঘটে ১৯৭৯ সালে। সে ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি তিনজনকে দায়ী করে প্রতিবেদন দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে দায়ী ব্যক্তিদের গায়ে আঁচড় লাগেনি। এরপর দীর্ঘদিন আলোচনায় না এলেও ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থগিত করা হয় ৩৩তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা ও অগ্রণী ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ১৭ জেলার পরীক্ষা বাতিল করা হয় একই কারণে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ বছরের ইতিহাসে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি। এ ঘটনায় ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। প্রশ্নফাঁসের সিন্ডিকেটের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও তদন্ত কমিটিও করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সিন্ডিকেট চক্রটি আইনের ফাঁকফোকরে পার পেয়ে যায়। এ সুযোগেই ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে গত ছয় বছরে রাজধানীতে দায়ের হওয়া ৭০টি মামলার একটিও এখন পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। বিভিন্ন সময়ে এ অপরাধে রাজনৈতিক প্রভাবশালী শিক্ষক আর আমলাদের নাম এলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি হলেও আলোর মুখই দেখে না সেই কমিটির প্রতিবেদন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– কিছু অসৎ মানুষের দুষ্কর্মের দায়ভার কেন নেবে গোটা জাতি?

> আমরা চাই, শিক্ষাঙ্গন থাকুক কলঙ্কমুক্ত। তাই অপরাধী চক্রকে আইনের আওতায় নিয়ে উপড়ে ফেলতে হবে শিকড়

যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস অবিলম্বে বন্ধ ও অপশক্তির শিকড় উৎপাটন করা না যায়, তা হলে সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। এ প্রতারকদের দৌরাত্ম্য লাগামহীন হয়ে উঠলে আমাদের সব অর্জন ভেস্তে যাবে, ক্রমেই কলুষিত হবে শিক্ষাঙ্গন। আমরা চাই, শিক্ষাঙ্গন থাকুক কলঙ্কমুক্ত। তাই অপরাধী চক্রকে আইনের আওতায় নিয়ে উপড়ে ফেলতে হবে শিকড়। জাতিবিনাশী চক্রের হোতা যারাই হোক, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতেই হবে।